

জ্ঞানসঙ্কলিনীতন্ত্রম্

॥ ওঁ শ্রীগণেশায় নমঃ ॥

অথ জ্ঞানসঙ্কলিনীতন্ত্র যোগশাসন ।

কৈলাসশিখরাসীনং দেবদেবং জগদ্ধুরম্ ।
পৃচ্ছতি সা মহাদেবী ব্রহ্ম জ্ঞানং মহেশ্বর ॥ ১ ॥ (স্ম)

দেবুবাচ -

কুতঃ সৃষ্টিৰ্ভবেদেব কথং সৃষ্টিৰ্বিনশ্যতি । (সৃষ্টিৰ্ভবেদেব)
ব্রহ্মজ্ঞানং কথং দেব সৃষ্টিসংহারবর্তিতম্ ॥ ২ ॥

শিবোবাচ -

অব্যক্তাচ্চ ভবেৎ সৃষ্টিরব্যক্তাচ্চ চ বিনশ্যতি ।
অব্যক্তং ব্রহ্মণো জ্ঞানং সৃষ্টিসংহারবর্তিতম্ ॥ ৩ ॥

ওঙ্কারাদক্ষরা সৰ্বাশ্চেতা বিদ্যাশ্চতুর্দশ । (ওঙ্কারাদক্ষরাঃ)
মন্ত্রপূজাতপোধ্যানং কৰ্মাকৰ্মৌ তথৈব চ ॥ ৪ ॥ (কৰ্মাকৰ্ম)

ষড়ঙ্গং বেদাশ্চত্বারি মীমাংসা ন্যাযবিস্তরঃ । (বেদাশ্চত্বারো)
ধর্মশাস্ত্রপুরাণানি এতা বিদ্যাশ্চতুর্দশ ॥ ৫ ॥

তাবদ্বিজ্ঞা ভবেৎ সৰ্বা যাবদজ্ঞানং ন জায়তে । (তাবদ্ বিদ্যা)
ব্রহ্মজ্ঞানপদঙ্গস্থা সৰ্ববিদ্যাঃ স্থিরা ভবেৎ ॥ ৬ ॥ (ব্রহ্মজ্ঞানং পদং জ্ঞানস্থা সৰ্ববিদ্যা)

বেদশাস্ত্রপুরাণানি সামান্যগণিকা ইব ।
যা পুনঃ শাস্ত্রবী বিদ্যা গুপ্তা কুলবধূরিব ॥ ৭ ॥

দেহস্থাঃ সৰ্ববিদ্যাশ্চ দেহস্থাঃ সৰ্বদেবতাঃ ।
দেহস্থ সৰ্বতীর্থানি গুরুবাক্যেন লভ্যতে ॥ ৮ ॥ (দেহস্থাঃ)

অধ্যাত্মবিদ্যা হি নৃণাং সৌখ্যমোক্ষকরী ভবেৎ ।
ধর্ম কৰ্ম তথা জপ্যমেতৎ সৰ্বং নিবর্ততে ॥ ৯ ॥

কাষ্ঠমধ্যে যথা বহ্নিঃ পুষ্পে গন্ধঃ পয়োহমৃতম্ ।
দেহমধ্যে তথা দেবঃ পুণ্যপাপবিবর্তিতম্ ॥ ১০ ॥ (পুণ্যপাপবিবর্তিতঃ)

ইডা ভগবতী গঙ্গা পিঙ্গলা যমুনা নদী । (জমুনা)
ইডাপিঙ্গলয়োর্মধ্যে সুসুম্না চ সরস্বতী ॥ ১১ ॥

ত্রিবেণীসঙ্গমো যত্র তীর্থরাজো স উচ্যতে । (তীর্থরাজঃ)
তত্র স্নানং প্রকুবীত সৰ্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১২ ॥

দেবুবাচ -

কীদৃশী খেচরী মুদ্রা বিদ্যা চ শাস্ত্রবী পুনঃ ।

কীদৃশ্যাত্মবিদ্যা চ তন্মে ক্রহি মহেশ্বর ॥ ১৩ ॥

শিবোবাচ -

মনঃ স্থিরং यस্য বিনাবলম্বনং বায়ুঃ স্থিরং यस্য বিনানিরোধনম্ । (বায়ুঃ স্থিরো)

দৃষ্টিস্থিরাস্য বিনাবলোকনং সা এব মুদ্রা বিচরন্তী খেচরী ॥ ১৪ ॥

বালস্য মূৰ্খস্য যথৈব চেতঃ স্বপ্নেন হীনোহপি কৰোতি নিদ্রা । (নিদ্রাম্)

ততো গতঃ পথো নিরাবলম্বঃ সা এব বিদ্যা বিচরন্তী শাস্ত্রবী ॥ ১৫ ॥ (যথো) (নিদ্রাবলম্ব ?)

দেবুবাচ -

দেবদেব জগন্নাথ ক্রহি মে পরমেশ্বর ।

দর্শনানি কথং দেব ভবন্তি চ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৬ ॥

শিবোবাচ -

ত্রিদণ্ডী চ ভবেদুক্তো বেদান্ত্যাসরতঃ সদা ।

প্রকৃতিবাদরতঃ সক্তো বৌধ্যঃ শূন্যোতিবাদিনঃ ॥ ১৭ ॥ (প্রকৃতিবাদরতাঃ শাক্তা বৌদ্ধা শূন্যোতিবাদিনঃ)

অতোৰ্ধ্বং গমিনো জীবাঃ তদ্বজ্রোহপি তাদৃশঃ । (অতোৰ্ধ্বং গামিনো যে বা তদ্বজ্রা অপি তাদৃশাঃ)

সর্বং নাস্তীতি চার্বাকা জল্পন্তি বিষয়াশ্রিতাঃ ॥ ১৮ ॥ (বিষয়েশ্রিতাঃ)

উমা পৃচ্ছতি হে দেব পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডলক্ষণম্ ।

পঞ্চভূত কথং দেব গুণাঃ কে পঞ্চবিংশতিঃ ॥ ১৯ ॥ (পঞ্চভূতং)

শিবোবাচ -

অস্থি মাংসং নথং চৈব স্বপ্নোম্যানি চ পঞ্চমম্ । (স্বপ্নোম্যানি? নথং চৈব চ পঞ্চমম্)

পৃথ্বী পঞ্চগুণা প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাসতে ॥ ২০ ॥

শুক্ৰশোণিতমজ্জা চ মল মূত্রং চ পঞ্চমম্ । (মলং)

অপাং পঞ্চগুণা প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাসতে ॥ ২১ ॥ (পঞ্চগুণাঃ)

নিদ্রা তৃষা ক্ষুধা চৈব ক্লান্তিরায়ুষ্য পঞ্চমম্ । (ক্ষুধা তৃষা) (ক্লান্তিরালস্যপঞ্চমম্)

তেজঃ পঞ্চগুণাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাসতে ॥ ২২ ॥

ধারণং চালনং ক্ষেপং সঙ্কোচং প্রসরং তথা ।

বায়ো পঞ্চগুণাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাসতে ॥ ২৩ ॥ (বায়োঃ)

কামং ক্রোধং তথা মোহং লজ্জা লোভঞ্চ পঞ্চমম্ ।

নভঃ পঞ্চগুণাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাসতে ॥ ২৪ ॥ (পঞ্চগুণাঃ)

আকাশজ্জায়তে বায়ুর্বায়োরুৎপদ্যতে রবিঃ ।

রবেরুৎপদ্যতে তোয়ং তোয়াদুৎপদ্যতে মহী ॥ ২৫ ॥

মহী বিলীয়তে তোয়ং রবৌ তোয়ং বিলীয়তে । (মহী বিলীয়তে তোয়ে তোয়ং বিলীয়তে রবৌ)

রবিবিলীয়তে বায়ৌ বায়ুর্বিলীয়তে তু খে ॥ ২৬ ॥

পঞ্চতন্ত্রাদ্ববেংসৃষ্টিস্তত্রাতন্ত্রে বীলীয়তে । (পঞ্চতন্ত্রাদ্ববেংসৃষ্টিস্তত্রাতন্ত্রং)

পঞ্চতন্ত্রাংপরং তন্ত্রং তন্ত্রাতীতং নিরঞ্জনম্ ॥ ২৭ ॥

স্পর্শনং রসনং চৈব ঘ্রাণং চক্ষুশ্চ শ্রোত্রম্ । (শ্রোত্রকম্)

পঞ্চেন্দ্রিয়মিদং তন্ত্রং মনোসাধনমিন্দ্রিয়ম্ ॥ ২৮ ॥ (মনঃ সাধকমিন্দ্রিয়ম্)

ব্রহ্মাণ্ডলক্ষণং সর্বং দেহমধ্যে ব্যবস্থিতম্ ।

সাকারস্য বিনশ্যন্তি নিরাকারো ন নশ্যতি ॥ ২৯ ॥ (সাকারাস্চ)

নিরাকারো মনো यस্য নিরাকারো শমো ভবেৎ । (নিরাকারং মনো यस্য নিরাকারসমো ভবেৎ)

তস্মাৎসর্বপ্রয়জ্ঞেন সাকারং তু পরিত্যজেৎ ॥ ৩০ ॥

দেবুবাচ -

আদিনাথ ময়ি ব্রুহি সপ্তধাতুঃ কথং ভবেৎ ।

আত্মা চৈবান্তরাত্মা চ পরমাত্মা কথং ভবেৎ ॥ ৩১ ॥

শিবোবাচ -

শুক্রশোগিতমজ্জা চ মেদো মাংসং চ পঞ্চমম্ ।

অস্থি স্বকৈচব সঞ্জৈ তে শরীরেষু ব্যবস্থিতাঃ ॥ ৩২ ॥

শরীরং চৈবমাত্মানমন্তরাত্মা মনোভবেৎ ।

পরমাত্মা ভবেচ্ছূন্যং মনো যত্র বিলীয়তে ॥ ৩৩ ॥

রক্তধাতুর্ভবেন্নাতা শুক্রধাতুর্ভবেৎপিতা ।

শূন্যধাতোর্ভবেৎপ্রাণো গর্ভপিণ্ডং প্রজায়তে ॥ ৩৪ ॥ (শূন্যধাতুর্ভবেৎপ্রাণো)

দেব্যোবাচ -

কথমুৎপদ্যতে বাচা কথং বাচা বিলীয়তে ।

বাক্যস্য নির্ণয়ং ব্রুহি পশ্য জ্ঞানংমুদাহর ॥ ৩৫ ॥ (জ্ঞানমুদাহর)

শিবোবাচ -

অব্যক্তাজ্জায়তে প্রাণঃ প্রাণাদুৎপদ্যতে মনঃ ।

মনসোৎপদ্যতে বাচা মনো বাচি বিলীয়তে ॥ ৩৬ ॥ (বাচা)

দেবুবাচ -

কস্মিনস্থানে বসেৎসূর্যো কস্মিনস্থানে বসেচ্ছশিঃ । (বসেৎসূর্যঃ) (বসেচ্ছশী)

কস্মিনস্থানে বসেদ্ভায়ুঃ কস্মিনস্থানে বসেন্মনঃ ॥ ৩৭ ॥

শিবোবাচ -

তালুমূলে স্থিতশ্চন্দ্রো নাভিমূলে দিবাকরঃ ।

সূর্যাগ্রে বসতে বায়ুশ্চন্দ্রাগ্রে বসতে মনঃ ॥ ৩৮ ॥

সূর্যাগ্রে বসতে চিত্তং চন্দ্রাগ্রে জীবিতং প্রিয়ে ।

এতদুক্তির্মহাদেবি গুরুবাক্যেন লভ্যতে ॥ ৩৯ ॥ (এতদুক্তং মহাদেবি)

দেব্যোবাচ -

কস্মিনস্থানে বসেচ্ছক্তিঃ কস্মিনস্থানে বসেচ্ছিবঃ ।

কস্মিনস্থানে বসেৎকালো জরা কেন প্রজায়তে ॥ ৪০ ॥

শিবোবাচ -

পাতালে বসতে শক্তিৰক্ষাণ্ডে বসতে শিবঃ ।

অন্তরিক্ষে বসেংকালো জরা তেন প্রজায়তে ॥ ৪১ ॥

দেবুবাচ -

আহারং কাঙ্ক্ষতে কোসৌ ভুঞ্জতে পিবতে কথম্ । (কোহসৌ)

জাগ্রৎ স্বপ্নসুষুপ্তৌ চ কো বাসৌ প্রতিবুধ্যতে ॥ ৪২ ॥ (বাহসৌ) (প্রতিবুধ্যতি)

শিবোবাচ -

আহারং কাঙ্ক্ষতে প্রাণো ভুঞ্জতেহপি হতাশনঃ ।

জাগ্রৎ স্বপ্নসুষুপ্তৌ চ বায়ুঃ স্বপিতিবুধ্যতে ॥ ৪৩ ॥ (বায়ুশ্চ প্রতিবুধ্যতি)

দেবুবাচ -

কো বা কৰোতি কৰ্মাণি কো বা লিপ্যতে পাতকৈঃ । (লিপ্যেত)

কো বা কৰোতি পাপানি কো বা পাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৪৪ ॥

শিবোবাচ -

মনঃ কৰোতি পাপানি মনো লিপ্যতে পাতকৈঃ ।

মনশ্চ তন্মনো ভূষা ন পুণ্যৈর্ন চ পাতকৈঃ ॥ ৪৫ ॥ (তন্মনা, তন্ময়া)

দেবুবাচ -

জীবঃ কেন প্রকারেণ শিবো ভবতি কশ্চ সঃ । (কস্য চ)

কার্যস্য কারণং ব্রহ্মি কথং কিঞ্চ প্রসাধনম্ ॥ ৪৬ ॥ (প্রসাধনম্)

শিবোবাচ -

ব্রাহ্মিবন্ধো ভবেজ্জীবো ব্রাহ্মিমুক্তঃ সদাশিবঃ ।

কার্যং হি করণং তং চ পুনর্বোধ বিশিষ্যতে ॥ ৪৭ ॥ (কারণং) (স্বং পুনর্বোধো)

মনোহন্যত্র শিবোহন্যত্র শক্তিরন্যত্র মারুতঃ । / ॥ ৪৮ ॥

ইদং তীর্থমিদং তীর্থং ভ্রমন্তি তামসা জনাঃ ॥ ৪৮ ॥ / ।

আত্মতীর্থং ন জানন্তি কথং মোক্ষো বরাননে ॥ ৪৯/৪৮ ॥ (জানাতি)

ন বেদো বেদমিত্যাহ বেদ ব্রহ্ম সনাতনম্ । (ন বেদং বেদমিত্যাহবেদো)

ব্রহ্মবিদ্যারতো যন্তু স বিপ্রো বেদপারগঃ ॥ ৫০/৪৯ ॥

মন্ত্ৰিস্থা চতুরো বেদান্সর্বশাস্ত্রাণি চৈব হি । (মন্ত্ৰিস্থা)

সারং তু যোগিনো পীত্বা তত্রং পিবন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ৫১/৫০ ॥ (যোগিভিঃ পীতং তত্রং পিবন্তি)

উচ্ছীষ্টং সর্বশাস্ত্রাণি সর্বা বিদ্যা মুখে মুখে ।

নোচ্ছীষ্টং ব্রহ্মণো জ্ঞানমব্যক্তং চিদনাময়ম্ ॥ ৫২/৫১ ॥ (চেতনাময়ম্)

ন তপস্তপ ইত্যাহব্রহ্মচর্যং তপোত্তমম্ ।

উর্ধ্বরেতা ভবেদ্যন্তু স দেবো ন তু মানুষঃ ॥ ৫৩/৫২ ॥

ন ধ্যানং ধ্যানমিত্যাহধ্যানং শূন্যগতং মনঃ ।

তস্য ধ্যানপ্রসাদেন সৌখ্যং মোক্ষং ন সংশয়ঃ ॥ ৫৪/৫৩ ॥

ন হোমং হোমমিত্যাহ সমাধৌ তত্তু ভূয়তে । (হোমমিত্যাহঃ)
ব্রহ্মাগ্নৌ হুয়তে প্রাণং হোমকর্ম তদুচ্যতে ॥ ৫৫/৫৪ ॥

পাপকর্ম ভবেদ্রব্যং পুণ্যং চৈব প্রবর্ততে ।
তস্মাৎসর্বপ্রয়জ্ঞেন তদ্রব্যং চ ত্যজেদ্বিধঃ ॥ ৫৬/৫৫ ॥ (তাদ্রপ্যং)

যাবদ্বর্ণং কুলং সর্বং তাবজ্ঞানং ন জায়তে ।
ব্রহ্মজ্ঞানপদং গম্বা সর্ববর্ণবিবর্তিতঃ ॥ ৫৭/৫৬ ॥ (জ্ঞান্ধা)

দেব্যুবাচ -
যত্নয়া কথিতং জ্ঞানং নাহং জানামি শঙ্কর ।
নিশ্চয়ং ব্রহ্মি দেবেশ মনো যত্র বিলীয়তে ॥ ৫৮/৫৭ ॥

শিবোবাচ -
মনো বাক্যং তথা কর্ম ত্রিতয়ং যত্র লীয়তে । (তৃতীয়ং?)
বিনা স্বপ্নং যথা নিদ্রা ব্রহ্মজ্ঞানং তদুচ্যতে ॥ ৫৯/৫৮ ॥

একাকী নিস্পৃহঃ শান্তশিষ্টানিদ্রাবিবর্তিতঃ । (শান্তশিষ্টানিদ্রাবিবর্তিতঃ)
বালভাবস্তথা ভাব ব্রহ্মজ্ঞানং তদুচ্যতে ॥ ৬০/৫৯ ॥ (ভাবো)

শ্লোকার্ধং তু প্রবক্ষ্যামি তদুক্তং তত্বদর্শিতঃ । (যদুক্তং)
সর্বচিন্তাপরিত্যাগো নিশ্চিন্তো যোগ উচ্যতে ॥ ৬১/৬০ ॥

নিমিষং নিমিষাৰ্দ্ধং বা সমাধিমধিগচ্ছতি ।
শতজন্মার্জিতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি ॥ ৬২/৬১ ॥ (তৎক্ষণাদেবি)

দেব্যুবাচ -
কস্য নাম ভবেচ্ছক্তিঃ কস্য নাম ভবেচ্ছিবঃ । (কস্য নাম ভবেচ্ছক্তিঃ)
এতন্মে ব্রহ্মি ভো দেব পশ্যজ্ঞানং প্রকাশয় ॥ ৬৩ ॥ (পশ্যজ্ঞানং)

শিবোবাচ -
চলচ্চিত্তে বসেচ্ছক্তিঃ স্থিরচিত্তে বসেচ্ছিবঃ ।
স্থিরচিত্তে ভবেদেবি স দেহস্বোহপি সিধ্যতি ॥ ৬৪ ॥ (স্থিরচিত্তো)

দেব্যুবাচ -
কস্মিনস্থানে ত্রিধা শক্তিঃ ষট্চক্রং চ তথৈব চ ।
একবিংশতিব্রহ্মাণ্ডং সপ্তপাতালমেব চ ॥ ৬৫ ॥

শিবোবাচ -
উর্ধ্বশক্তির্ভবেৎকণ্ঠঃ অধশক্তির্ভবেৎগুদঃ ।
মধ্যশক্তির্ভবেন্নাভিঃ শত্যতীতং নিরঞ্জনম্ ॥ ৬৬ ॥

আধারং গুহ্যচক্রং তু স্বাধিষ্ঠানং চ লিঙ্গকম্ ।
চক্রভেদং ময়াখ্যাতং চক্রাতীতং নমো নমঃ ॥ ৬৭ ॥

কায়োর্ধ্বং চ ব্রহ্মলোকস্বধঃ পাতালমেব চ । (ব্রহ্মলোকঃ স্বাধঃ, ব্রহ্মলোকঃ স্বাধাঃ)
উর্ধ্বমূলমধঃশাখং বৃক্ষাকারং কলেবরম্ ॥ ৬৮ ॥ (উর্ধ্বমূলমধঃসাগ্রং ?)

দেব্যুবাচ -

শিব শঙ্কর ঈশান ক্রুহি মে পরমেশ্বর ।

দশবায়ু কথং দেব দশদ্বারাণি চৈব হি ॥ ৬৯ ॥ (দশবায়ুঃ)

শিবোবাচ -

হৃদি প্রাণঃ স্থিতো বায়ুরপানো গুদসংস্থিতঃ ।

সমানো নাভিদেশে তু উদানঃ কণ্ঠসংস্থিতঃ ॥ ৭০ ॥ (কণ্ঠমাশ্রিতঃ)

ব্যানঃ সর্বগতো দেহে সর্বাগাত্রেষু সংস্থিতঃ ।

নাগ উর্ধ্বাগতো বায়ুঃ কূর্মস্তীর্থানি কূর্মোস্তীর্থানি সংস্থিতঃ ॥ ৭১ ॥ (উর্ধ্বগতো) (কূর্মোস্তীর্থানি, কূর্ম তীর্থানি)

কৃকরঃ ক্ষোভিতে চৈব দেবদত্তোহপি জৃষ্টগে । (কৃকরঃ)

ধনঞ্জয়ো নাদঘোষে নিবিশেচৈব সন্মতিঃ ॥ ৭২ ॥ (শাম্যতি)

এতে বায়ুনিরালম্ব যোগিনাং যোগসম্মতঃ । (এষ, এবং) (বায়ুনিরালম্বো)

নবদ্বারং চ প্রাত্যক্ষং দশমং মন উচ্যতে ॥ ৭৩ ॥

দেব্যুবাচ -

নাভীভেদং চ মে ক্রুহি সর্বগাত্রেষু সংস্থিতম্ ।

শক্তিঃ কুণ্ডলিনী চৈব প্রসূতে দশনাডিকা ॥ ৭৪ ॥ (প্রসূতা)

শিবোবাচ -

ঈডা চ পিঙ্গলা চৈব সুক্ষ্মা চোর্ধ্বগামিনী ।

গান্ধারী হস্তিজিহ্বা চ প্রসবা গমনায়তাঃ ॥ ৭৫ ॥ (গমনায়তা)

অলম্বুষায়শা চৈব দক্ষিণাঙ্গে চ সংস্থিতাঃ । (অলম্বুসা)

কুলশ্চ শঙ্খিনী চৈব বামাঙ্গে চ বপোঃস্থিতা ॥ ৭৬ ॥ (ব্যবস্থিতাঃ)

এতাসু দশনাভীষু নানানাভীপ্রসূতিকাঃ । (নানানাভীপ্রসূতিকা)

দ্বিসপ্ততিসহস্রাণি শরীরে নাডিকাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৭৭ ॥

এতা যো বিন্দতে দেবী স যোগী যোগলক্ষণঃ ।

জ্ঞাননাভী ভবেদেবী যোগিনাং সিদ্ধিদায়িনী ॥ ৭৮ ॥

দেব্যুবাচ -

ভূতনাথ মহাদেব ক্রুহি মে পরমেশ্বর ।

ত্রয়ো দেবাঃ কথং দেব ত্রয়ো ভাবান্নয়ো গুণাঃ ॥ ৭৯ ॥ (ত্রয়ো দেবা, ত্রয়দেবাঃ)

শিবোবাচ -

রজোভাবস্থিতো ব্রহ্মা সত্ত্বভাবস্থিতো হরিঃ । (সত্ত্বভাবস্থিতো)

ক্রোধভাবস্থিতো রুদ্রন্নয়ো দেবান্নয়ো গুণাঃ ॥ ৮০ ॥ (ক্রোধভাবস্থিতো)

একমূর্তিন্নয়ো দেবা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরঃ ।

নানাভাবং মনো यस্য তস্য মুক্তির্ন জায়তে ॥ ৮১ ॥

বীর্যরূপী ভবেদ্রহ্মা বায়ুরূপঃ স্থিতো হরিঃ ।

মনোরূপী স্থিতা রুদ্রন্নয়ো দেবান্নয়ো গুণাঃ ॥ ৮২ ॥ (মনোরূপঃ স্থিতো)

দয়াভাবেস্থিতো ব্রহ্মা শুদ্ধভাবেস্থিতো হরিঃ । (দয়াভাবেস্থিতো)
অগ্নিভাবেস্থিতো রুদ্রপ্রয়ো দেবাপ্রয়ো গুণাঃ ॥ ৮৩ ॥

একং ভূতং পরং ব্রহ্ম জগৎসর্বং চরাচরম্ ।
নানাভাবে মনো যস্য তস্য মুক্তির্ন জায়তে ॥ ৮৪ ॥ (নানাভাবে মনো)

অহং সৃষ্টিরহং কালোহপ্যহং ব্রহ্মাহপ্যহং হরিঃ ।
অহং রুদ্রোহপ্যহং শূন্যমহং ব্যাপী নিরন্তরম্ ॥ ৮৫ ॥ (নিরন্তরম্)

অহং সর্বাত্মকং দেবি নিষ্কামো গগনোপমাঃ । (সর্বাত্মকো)
স্বভাবো নির্মলং শান্তং সৈবাহং ন সংশয়ঃ ॥ ৮৬ ॥ (স্বভাব) (স্বান্তং) (স এবাহং)

জিতেন্দ্রিয়ো ভবেচ্ছূরো ব্রহ্মচারী স পণ্ডিতঃ । (ভবেৎ সুরো) (সুপণ্ডিতঃ)
সত্যবাদী ভবেদ্বক্তো দাতা ধীরো হিতেরতঃ ॥ ৮৭ ॥

ব্রহ্মচর্যং তপোমূলং ধর্মমূলা দয়া স্মৃতা । (ব্রহ্মচর্যং)
তস্মাৎসর্বপ্রযজ্ঞেন দয়াধর্মং সমাপ্রযেৎ ॥ ৮৮ ॥

দেবুবাচ -
যোগেশ্বর জগন্নাথ উমায়াঃ প্রাণবল্লভ ।
বেদসঙ্ক্যা তপো ধ্যানং হোমকর্ম কুলং কথম্ ॥ ৮৯ ॥

শিবোবাচ -
অশ্বমেধসহস্রাণি বাজপেয়শতানি চ ।
ব্রহ্মজ্ঞানসমং পুণ্যং কলাং নারহন্তি ষোড়শীম্ ॥ ৯০ ॥ (নারহন্তি)

সর্বদা সর্বতীর্থেষু যৎফলং লভতে শুচিঃ ।
ব্রহ্মজ্ঞানসমং পুণ্যং কলাং নারহন্তি ষোড়শীম্ ॥ ৯১ ॥ (নারহন্তি)

ন মিত্রং ন চ পুত্রশ্চ ন পিতা ন চ বান্ধবাঃ । (পুত্রাশ্চ)
ন স্বামী চ গুরোস্তুল্যং যদৃষ্টং পরমং পদম্ ॥ ৯২ ॥ (নয়শ্যামী ?)

ন চ বিদ্যাগুরোস্তুল্যা না তীর্থং ন চ দেবতাঃ । (বিদ্যাগুরোস্তুল্যং ন) (নাতিথ্যং ?)
গুরোস্তুল্যং ন বৈ কোহপি যদৃষ্টং পরমং পদম্ ॥ ৯৩ ॥

একমপ্যক্ষরং যন্তু গুরু শিষ্যে নিবেদনম্ । (গুরুঃ) (নিবেদয়েৎ)
পৃথিব্যাং নাস্তি তদ্রব্যং যদ্ব্যচা নৃণো ভবেৎ ॥ ৯৪ ॥ (চান্দ্রী)

যস্য কস্য ন দাতব্যং ব্রহ্মজ্ঞানং সুগোপিতম্ ।
যস্য কস্যাপি ভক্তস্য সঙ্করুস্তস্য ধীয়তে ॥ ৯৫ ॥ (দীয়তে)

মন্ত্রং পূজাং তপো ধ্যানং হোমং জপ্যং বলিক্রিয়া । (বলিক্রিয়াম্)
সংন্যাসং সর্বকর্মাণি লৌকিকীনি ত্যজেদ্বিধুঃ ॥ ৯৬ ॥ (লৌকিকানি)

সংসর্গাদ্বহবো দোষাঃ নিঃসঙ্গাদ্বহবো গুণাঃ । (দোষাঃ)
তস্মাৎসঙ্গপ্রযজ্ঞেন যতি সঙ্গং পরিত্যজেৎ ॥ ৯৭ ॥ (তস্মাৎ সর্বপ্রযজ্ঞেন) (যতিঃ)

অকারঃ সান্বিকো জ্যেয় উকারো রাজসঃ স্মৃতঃ ।
মকারস্ত্যামসঃ প্রোক্তস্তিভিঃ প্রকৃতিরুচ্যতে ॥ ৯৮ ॥

অক্ষরা প্রকৃতিঃ প্রোক্তা অক্ষরঃ স্বয়মীশ্বরঃ । (রক্ষরঃ ?)
ঈশ্বরানির্গতা সা হি প্রকৃতিগুণবন্ধনা ॥ ৯৯ ॥ (ঈশ্বরান্নির্গতা)

সা মায়া পালিনী শক্তিঃ সৃষ্টিসংহারকারিণী ।
অবিদ্যা মোহিনী যা সা শব্দরূপা যশস্বিনী ॥ ১০০ ॥

অকারশ্চৈব ঋগ্বেদ উকারো যজুৰুচ্যতে ।
মকারঃ সামবেদস্তু ত্রিশু যুক্তোহপ্যথর্বণঃ ॥ ১০১ ॥

ওঙ্কারস্তু ক্লতো জ্যেয়স্তিনাদ ইতি সঞ্চিত্ততঃ ।
অকারস্বথ ভূলোক উকারো ভুবরুচ্যতে ॥ ১০২ ॥ (ভুব উচ্যতে)

সব্যঞ্জন মকারস্তু স্বলোকস্তু বিধীয়তে । (সব্যঞ্জনো)
অক্ষরৈস্তিভিরেতৈশ্চ ভবেদাত্মা ব্যবস্থিতঃ ॥ ১০৩ ॥

অকারঃ পৃথিবী জ্যেয়া পীতবর্ণেন সংযুতা । (সংযুতঃ)
অন্তরীক্ষ উকারস্তু বিদুর্দ্বর্ণ ইহোচ্যতে ॥ ১০৪ ॥ (অন্তরীক্ষঃ ?)

মকারঃ স্বরিতি জ্যেয়া শুক্লবর্ণেন সংযুতঃ । (জ্যেয়ঃ)
ধ্রুবমেকাঙ্করং ব্রহ্ম ওঁ ইত্যেবং ব্যবস্থিতম্ ॥ ১০৫ ॥

(স্থিরাসনো ভবেন্নিত্যং চিন্তানিদ্ৰাবিবর্জিতঃ । (চিন্তানিদ্ৰাব্যবস্থিতঃ)
আসু সজায়তে যোগী নান্যথা শিবভাষিতে ॥ ১০৬ ॥ (স জায়তে) (শিবভাষিতম্)

য ইদং পঠতে নিত্যং শৃণোতি চ দিনে দিনে ।
সর্বপাপবিশুদ্ধাত্মা শিবলোকং স গচ্ছতি ॥ ১০৭ ॥
দেব্যাচ -
স্থূলস্য লক্ষণং ক্রুহি কথং মনো বিলীয়তে ।
পরমার্থং চ নির্বাণং স্থূলসূক্ষ্মস্য লক্ষণম্ ॥ ১০৮/১০৬ ॥

শিবোবাচ -
যেন জ্ঞানেন হে দেবি বিদ্যতে ন চ কিঞ্চিষম্ । (কিঞ্চিষী)
পৃথিব্যাপস্তথা তেজো বায়ুরাকাশমেব চ । / ॥ ১০৮/১০৭ ॥

স্থূলরূপী স্থিতোহয়ং চ সূক্ষ্মং চ অন্যথা স্থিতিঃ ॥ ১০৯/১০৮ ॥ (স্থিতিঃ)

(স্থিরাসনো ভবেন্নিত্যং চিন্তানিদ্ৰাবিবর্জিতঃ ।
আশু স জায়তে যোগী নান্যথা শিবভাষিতম্ ॥ ১০৯ ॥

য ইদং পঠতে নিত্যং শৃণোতি চ দিনে দিনে ।
সর্বপাপবিশুদ্ধাত্মা শিবলোকং স গচ্ছতি ॥ ১১০ ॥

॥ ইতি যোগশাস্ত্রে হরগৌরীসংবাদে জ্ঞানসঙ্কলিনীতন্ত্রং সমাপ্তম্ ॥

আপনার দেওয়া 'জ্ঞানসঙ্কলিনীতন্ত্র যোগশাসন' অংশের বাংলা অর্থ নিচে দেওয়া হলো।

এই শ্লোকগুলোতে মূলত সৃষ্টি, ব্রহ্মজ্ঞান এবং যোগের মহিমা নিয়ে শিব এবং পার্বতীর কথোপকথন তুলে ধরা হয়েছে।

শ্লোকসমূহের বাংলা অর্থ

॥ ওঁ শ্রীগণেশায় নমঃ ॥

অর্থ: ওঁ শ্রীগণেশকে প্রণাম।

অথ জ্ঞানসঙ্কলিনীতন্ত্র যোগশাসন ।

অর্থ: এবার জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্রের যোগশাসন শুরু হচ্ছে।

কৈলাসশিখরাসীনং দেবদেবং জগদ্ধুরম্ ।

পৃচ্ছতি সা মহাদেবী ব্রহ্মি জ্ঞানং মহেশ্বর ॥ ১ ॥

অর্থ: কৈলাস পর্বতের চূড়ায় বসে থাকা দেবদেব মহাদেব, যিনি জগতের গুরু, তাঁকে মহাদেবী (পার্বতী) জিজ্ঞাসা করছেন, “হে মহেশ্বর, আপনি জ্ঞান সম্পর্কে বলুন।”

দেবুবাচ -

কুতঃ সৃষ্টির্ভবেদেব কথং সৃষ্টির্বিনশ্যতি ।

ব্রহ্মজ্ঞানং কথং দেব সৃষ্টিসংহারবর্তিতম্ ॥ ২ ॥

অর্থ: দেবী বললেন, “হে দেব, সৃষ্টি কোথা থেকে হয়? কীভাবে এই সৃষ্টি ধ্বংস হয়? হে দেব, ব্রহ্মজ্ঞান কীভাবে সৃষ্টি ও বিনাশের বাইরে থাকে?”

শিবোবাচ -

অব্যক্তাচ্চ ভবেৎ সৃষ্টিরব্যক্তাচ্চ বিনশ্যতি ।

অব্যক্তং ব্রহ্মণো জ্ঞানং সৃষ্টিসংহারবর্তিতম্ ॥ ৩ ॥

অর্থ: শিব বললেন, “সৃষ্টি অব্যক্ত (অপ্রকাশিত) থেকে হয় এবং অব্যক্তেই তা বিলীন হয়ে যায়। ব্রহ্মজ্ঞান সেই অব্যক্তের জ্ঞান, যা সৃষ্টি ও বিনাশের অতীত।”

ওঙ্কারাদক্ষরাং সর্বাশ্চেতা বিদ্যাশ্চতুর্দশ ।

মন্ত্রপূজাতপোধ্যানং কর্মাকর্মৌ তথৈব চ ॥ ৪ ॥

অর্থ: ওঙ্কার (প্রণব) অক্ষর থেকে এই চৌদ্দটি বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে মন্ত্র, পূজা, তপস্যা, ধ্যান, এবং শুভ-অশুভ কর্ম।

ষডঙ্গং বেদাশ্চত্বারো মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ ।

ধর্মশাস্ত্রপুরাণানি এতা বিদ্যাশ্চতুর্দশ ॥ ৫ ॥

অর্থ: বেদের ছয়টি অঙ্গ, চারটি বেদ, মীমাংসা, ন্যায়শাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র এবং পুরাণ—এইসবই চৌদ্দটি বিদ্যা।

তাবদ্বিজ্ঞা ভবেৎসৰ্বা যাবদজ্ঞানং ন জায়তে ।

ব্রহ্মজ্ঞানপদং জ্ঞানস্বা সৰ্ববিদ্যাঃ স্থিরা ভবেৎ ॥ ৬ ॥

অর্থ: যতক্ষণ পর্যন্ত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ না হয়, ততক্ষণ এই সমস্ত বিদ্যাই সাধারণ জ্ঞান। কিন্তু যখন ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়, তখন সমস্ত বিদ্যাই স্থির এবং পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

বেদশাস্ত্রপুরাণানি সামান্যগণিকা ইব ।

যা পুনঃ শাস্ত্রবী বিদ্যা গুপ্তা কুলবধূরিব ॥ ৭ ॥

অর্থ: বেদ, শাস্ত্র ও পুরাণকে সাধারণ নারীর মতো মনে করা যেতে পারে, কারণ এগুলো সবার জন্য উন্মুক্ত। কিন্তু যে জ্ঞান (শাস্ত্রবী বিদ্যা), তা কুলবধূর মতো গোপন ও পবিত্র।

দেহস্থাঃ সৰ্ববিদ্যাশ্চ দেহস্থাঃ সৰ্বদেবতাঃ ।

দেহস্থাঃ সৰ্বতীর্থানি গুরুবাক্যেন লভ্যতে ॥ ৮ ॥

অর্থ: সমস্ত বিদ্যা দেহের মধ্যেই রয়েছে, সমস্ত দেবতা দেহের মধ্যেই আছেন, এবং সমস্ত তীর্থও দেহের মধ্যেই বিদ্যমান। এই জ্ঞান কেবল গুরুর উপদেশের মাধ্যমে লাভ করা যায়।

অধ্যাত্মবিদ্যা হি নৃণাং সৌখ্যমোক্ষকরী ভবেৎ ।

ধর্ম কর্ম তথা জপ্যমেতৎসর্বং নিবর্ততে ॥ ৯ ॥

অর্থ: আধ্যাত্মিক বিদ্যা মানুষের জন্য সুখ ও মোক্ষ প্রদান করে। এর সামনে ধর্ম, কর্ম এবং জপ করার মতো অন্যান্য সমস্ত কাজ গৌণ হয়ে যায়।

কার্ঠমধ্যে যথা বহ্নিঃ পুষ্পে গন্ধঃ পয়োহমৃতম্ ।

দেহমধ্যে তথা দেবঃ পুণ্যপাপবিবর্তিতঃ ॥ ১০ ॥

অর্থ: যেমন কাঠের মধ্যে আগুন থাকে, ফুলের মধ্যে গন্ধ থাকে, এবং জলের মধ্যে অমৃতের গুণ থাকে, তেমনি দেহের মধ্যে সেই পরম দেবতা অবস্থান করেন, যিনি পুণ্য ও পাপের উর্ধ্বে।

ইড়া ভগবতী গঙ্গা পিঙ্গলা যমুনা নদী ।

ইডাপিঙ্গলয়োর্মধ্যে সুসুম্না চ সরস্বতী ॥ ১১ ॥

অর্থ: ইড়া নাড়ি হলো ভগবতী গঙ্গা, পিঙ্গলা নাড়ি হলো যমুনা নদী, এবং ইড়া ও পিঙ্গলার মাঝখানে যে সুসুম্না নাড়ি, সেটিই সরস্বতী।

ত্রিবেণীসঙ্গমো যত্র তীর্থরাজো স উচ্যতে ।

তত্র স্নানং প্রকুবীত সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১২ ॥

অর্থ: যেখানে এই তিন নদীর সঙ্গম হয়, তাকে তীর্থরাজ বলা হয়। সেই ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নান করলে সমস্ত পাপ থেকে মুক্তি লাভ করা যায়।

আমি জ্ঞানসঞ্চলিতত্ত্বের এই অংশের বাংলা অর্থ নিচে তুলে ধরছি। এই শ্লোকগুলোতে দেবী পার্বতী শিবকে খেচরী মুদ্রা, শাক্ত দর্শন, পিণ্ড-ব্রহ্মাণ্ডের সম্পর্ক, দশবায়ু, সপ্তধাতু, এবং পরমাত্মার স্বরূপ সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন করছেন। শিব তার প্রত্যেকটি প্রশ্নের বিস্তারিত উত্তর দিচ্ছেন।

শ্লোকসমূহের বাংলা অর্থ

দেবুবাচ -

কীদৃশী খেচরী মুদ্রা বিদ্যা চ শাক্তবী পুনঃ ।

কীদৃশ্যাত্মবিদ্যা চ তন্মে ক্রুহি মহেশ্বর ॥ ১৩ ॥

অর্থ: দেবী বললেন, “খেচরী মুদ্রা কেমন? শাক্তবী বিদ্যাই বা কী? আর আধ্যাত্মিক বিদ্যা কী? হে মহেশ্বর, আমাকে এই বিষয়ে বলুন।”

শিবোবাচ -

মনঃ স্থিরং যস্য বিনাবলম্বনং বায়ুঃ স্থিরো যস্য বিনানিরোধনম্ ।

দৃষ্টিস্থিরো যস্য বিনাবলোকনং সা এব মুদ্রা বিচরন্তী খেচরী ॥ ১৪ ॥

অর্থ: শিব বললেন, “যে যোগীর মন কোনো অবলম্বন ছাড়া স্থির থাকে, যিনি কোনো নিরোধ ছাড়াই বায়ুকে স্থির করতে পারেন, এবং যিনি কোনো দর্শন ছাড়াই স্থির দৃষ্টিতে থাকেন, সেই চলমান বা বিচরণশীল মুদ্রাই হলো খেচরী।”

বালস্য মূর্খস্য যথৈব চেতঃ স্বপ্নেন হীনোহপি কেরোতি নিদ্রাম্ ।

ততো গতঃ পথো নিরাবলম্বঃ সা এব বিদ্যা বিচরন্তী শাক্তবী ॥ ১৫ ॥

অর্থ: “যেমন একটি শিশু বা মূর্খ ব্যক্তি কোনো স্বপ্ন না দেখেও ঘুমিয়ে থাকে, তেমনই যে যোগী অবলম্বনহীন পথে চলতে থাকে (অর্থাৎ কোনো বাহ্যিক সহায়তার প্রয়োজন হয় না), সেই চলমান বিদ্যার নামই শাক্তবী।”

দেবুবাচ -

দেবদেব জগন্নাথ ক্রুহি মে পরমেশ্বর ।

দর্শনানি কথং দেব ভবন্তি চ পৃথক্পৃথক্ ॥ ১৬ ॥

অর্থ: দেবী বললেন, “হে দেবদেব, জগন্নাথ, হে পরমেশ্বর! আমাকে বলুন, দর্শনগুলো কেন এত ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের?”

শিবোবাচ -

ত্রিদণ্ডী চ ভবেদ্বজ্ঞো বেদাভ্যাসরতঃ সদা ।

প্রকৃতিবাদরতাঃ শাক্তা বৌদ্ধা শূন্যাত্তিবাদিনঃ ॥ ১৭ ॥

অর্থ: শিব বললেন, “(কারণ মানুষ বিভিন্ন পথ অনুসরণ করে।) কেউ ভক্ত হয়ে ত্রিদণ্ড ধারণ করে, কেউ সর্বদা বেদ চর্চায় মগ্ন থাকে। শাক্তরা প্রকৃতিবাদের অনুসারী, আর বৌদ্ধরা শূন্যবাদের কথা বলে।”

অতোধ্বং গামিনো যে বা তত্বজ্ঞা অপি তাদৃশাঃ ।

সর্বং নাস্তীতি চার্বাকা জল্পন্তি বিষয়েস্থিতাঃ ॥ ১৮ ॥

অর্থ: “যারা ঊর্ধ্বগতি লাভ করতে চায়, তাদের তত্ত্বজ্ঞানও সেই অনুযায়ী ভিন্ন হয়। আবার চার্বাকেরা (যারা ইন্দ্রিয় সুখের পূজারী) বলে যে ‘সব কিছুই নেই’।”

উমা পৃচ্ছতি হে দেব পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডলক্ষণম্ ।

পঞ্চভূতং কথং দেব গুণাঃ কে পঞ্চবিংশতিঃ ॥ ১৯ ॥

অর্থ: উমা জিজ্ঞাসা করলেন, “হে দেব, পিণ্ড (দেহ) ও ব্রহ্মাণ্ডের লক্ষণ কী? পাঁচটি ভূত কী? আর পঁচিশটি গুণই বা কী?”

শিবোবাচ -

অস্থি মাংসং নখং চৈব হৃৎকলামানি চ পঞ্চমম্ ।

পৃথ্বী পঞ্চগুণা প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাসতে ॥ ২০ ॥

অর্থ: শিব বললেন, “হাড়, মাংস, নখ, হৃৎক ও লোম—এই পাঁচটি হলো পৃথিবীর গুণ। এই সবকিছুই ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা প্রকাশিত হয়।”

শুক্ৰশোণিতমজ্জা চ মলং মূত্রং চ পঞ্চমম্ ।

অপাং পঞ্চগুণাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাসতে ॥ ২১ ॥

অর্থ: “শুক্ৰ, শোণিত (রক্ত), মজ্জা, মল ও মূত্র—এই পাঁচটি হলো জলের গুণ। এগুলিও ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা প্রকাশিত হয়।”

ক্ষুধা তৃষা নিদ্রা চৈব ক্লান্তিরালস্যপঞ্চমম্ ।

তেজঃ পঞ্চগুণাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাসতে ॥ ২২ ॥

অর্থ: “ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, ক্লান্তি ও আলস্য—এই পাঁচটি হলো তেজের (অগ্নি) গুণ। এগুলিও ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা প্রকাশিত হয়।”

ধারণং চালনং ক্ষেপং সঙ্কোচং প্রসারণং তথা ।

বায়োঃ পঞ্চগুণাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাসতে ॥ ২৩ ॥

অর্থ: “ধারণ করা, চালনা করা, নিষ্ক্ষেপ করা, সঙ্কুচিত করা ও প্রসারিত করা—এই পাঁচটি হলো বায়ুর গুণ। এগুলিও ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা প্রকাশিত হয়।”

কামং ক্রোধং তথা মোহং লজ্জা লোভঞ্চ পঞ্চমম্ ।

নভঃ পঞ্চগুণাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাসতে ॥ ২৪ ॥

অর্থ: “কাম, ক্রোধ, মোহ, লজ্জা ও লোভ—এই পাঁচটি হলো নভর (আকাশ) গুণ। এগুলিও ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা প্রকাশিত হয়।”

আকাশাজ্জায়তে বায়ুর্বায়োরুংপদ্যতে রবিঃ ।

রবেরুংপদ্যতে তোয়ং তোয়াদুংপদ্যতে মহী ॥ ২৫ ॥

অর্থ: “আকাশ থেকে বায়ু উৎপন্ন হয়, বায়ু থেকে অগ্নি (রবি), অগ্নি থেকে জল, এবং জল থেকে পৃথিবী উৎপন্ন হয়।”

মহী বিলীয়তে তোয়ে তোয়ং বিলীয়তে রবৌ ।

রবির্বিলীয়তে বায়ৌ বায়ুর্বিলীয়তে তু থে ॥ ২৬ ॥

অর্থ: “পৃথিবী জলে বিলীন হয়, জল অগ্নিতে বিলীন হয়, অগ্নি বায়ুতে বিলীন হয়, এবং বায়ু আকাশে বিলীন হয়।”

পঞ্চতত্ত্বাদ্বেং সৃষ্টিস্তত্ত্বাত্ত্বং বিলীয়তে ।

পঞ্চতত্ত্বাৎ পরং তত্ত্বং তত্ত্বাতীতং নিরঞ্জনম্ ॥ ২৭ ॥

অর্থ: “এই পাঁচটি তত্ত্ব থেকেই সৃষ্টি হয় এবং একটি তত্ত্ব অন্য তত্ত্বের মধ্যে বিলীন হয়। এই পাঁচটি তত্ত্বের অতীত যে তত্ত্ব, সেটাই হলো তত্ত্বাতীত ও নিরঞ্জন (পবিত্র)।”

স্পর্শনং রসনং চৈব ঘ্রাণং চক্ষুশ্চ শ্রোত্রকম্ ।

পঞ্চেन्द्रিয়মিদং তত্ত্বং মনঃ সাধকমিन्द्रিয়ম্ ॥ ২৮ ॥

অর্থ: “স্পর্শ, রস (স্বাদ), ঘ্রাণ (গন্ধ), চক্ষু (রূপ) ও শ্রোত্র (শব্দ)—এই পাঁচটি হলো ইন্দ্রিয় তত্ত্ব, যা মনকে সাধনার পথে চালিত করে।”

ব্রহ্মাণ্ডলক্ষণং সর্বং দেহমধ্যে ব্যবস্থিতম্ ।

সাকারাস্ত বিনশ্যন্তি নিরাকারো ন নশ্যতি ॥ ২৯ ॥

অর্থ: “ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত লক্ষণ দেহের মধ্যেই রয়েছে। সাকার (সাকার বস্তু) সবকিছুই ধ্বংস হয়, কিন্তু নিরাকার (নিরাকার ব্রহ্ম) কখনও ধ্বংস হয় না।”

নিরাকারং মনো यस্য নিরাকারসমো ভবেৎ ।

তস্মাৎ সর্বপ্রযজ্ঞেন সাকারং তু পরিত্যজেৎ ॥ ৩০ ॥

অর্থ: “যার মন নিরাকার হয়ে যায়, সে নিরাকারের সমান হয়ে যায়। তাই সর্বপ্রযজ্ঞে সাকার (আকার) ত্যাগ করা উচিত।”

দেবুবাচ -

আদিনাথ ময়ি ব্রুহি সপ্তধাতুঃ কথং ভবেৎ ।

আত্মা চৈবান্তরাত্মা চ পরমাত্মা কথং ভবেৎ ॥ ৩১ ॥

অর্থ: দেবী বললেন, “হে আদিনাথ, আমাকে বলুন, সপ্তধাতু কীভাবে গঠিত হয়? আত্মা, অন্তরাত্মা এবং পরমাত্মাই বা কীভাবে হয়?”

শিবোবাচ -

শুক্রশোণিতমজ্জা চ মেদো মাংসং চ পঞ্চমম্ ।

অস্থি দ্বক চৈব সপ্তৈ তে শরীরেষু ব্যবস্থিতাঃ ॥ ৩২ ॥

অর্থ: শিব বললেন, “শুক্র (বীর্য), শোণিত (রক্ত), মজ্জা, মেদ, মাংস, অস্থি (হাড়) ও দ্বক—এই সাতটি ধাতু শরীরে বিদ্যমান।”

শরীরং চৈবমাত্মানমন্তরাত্মা মনোভবেৎ ।

পরমাত্মা ভবেচ্ছূন্যং মনো যত্র বিলীয়তে ॥ ৩৩ ॥

অর্থ: “শরীরই হলো আত্মা, মনই হলো অন্তরাত্মা, এবং যেখানে মন বিলীন হয়ে যায়, সেই শূন্যতাই হলো পরমাত্মা।”

রক্তধাতুর্ভবেন্নাতা শুক্রধাতুর্ভবেৎপিতা ।

শূন্যধাতুৰ্ভবেংপ্রাণো গৰ্ভপিণ্ডং প্রজায়তে ॥ ৩৪ ॥

অর্থ: “মাতুরক্ত থেকে রক্তধাতু উৎপন্ন হয়, পিতার শুক্র থেকে শুক্রধাতু উৎপন্ন হয়, এবং শূন্যধাতু থেকে প্রাণ উৎপন্ন হয়—এভাবেই গৰ্ভপিণ্ড তৈরি হয়।”

দেব্যোবাচ -

কথমুৎপদ্যতে বাচা কথং বাচা বিলীয়তে ।

বাক্যস্য নির্ণয়ং ব্রুহি পশ্য জ্ঞানমুদাহর ॥ ৩৫ ॥

অর্থ: দেবী বললেন, “বাক্য কীভাবে উৎপন্ন হয়? কীভাবে বাক্য বিলীন হয়ে যায়? বাক্য সম্পর্কে এই জ্ঞান আমাকে প্রকাশ করে বলুন।”

শিবোবাচ -

অব্যক্তাজ্জায়তে প্রাণঃ প্রাণাদুৎপদ্যতে মনঃ ।

মনসোৎপদ্যতে বাচা মনো বাচি বিলীয়তে ॥ ৩৬ ॥

অর্থ: শিব বললেন, “অব্যক্ত থেকে প্রাণ উৎপন্ন হয়, প্রাণ থেকে মন উৎপন্ন হয়, মন থেকে বাক্য উৎপন্ন হয় এবং বাক্য আবার মনের মধ্যে বিলীন হয়ে যায়।”

দেব্যুবাচ -

কস্মিনস্থানে বসেৎসূর্যঃ কস্মিনস্থানে বসেচ্ছশী ।

কস্মিনস্থানে বসেদ্বায়ুঃ কস্মিনস্থানে বসেন্মনঃ ॥ ৩৭ ॥

অর্থ: দেবী বললেন, “সূর্য কোথায় থাকে? চন্দ্র কোথায় থাকে? বায়ু কোথায় থাকে? আর মনই বা কোথায় থাকে?”

শিবোবাচ -

তালুমূলে স্থিতশ্চন্দ্রো নাভিমূলে দিবাকরঃ ।

সূর্যাগ্রে বসতে বায়ুশ্চন্দ্রাগ্রে বসতে মনঃ ॥ ৩৮ ॥

অর্থ: শিব বললেন, “তালুর মূলে চন্দ্র থাকে, নাভির মূলে সূর্য থাকে। সূর্যের অগ্রভাগে বায়ু থাকে এবং চন্দ্রের অগ্রভাগে মন থাকে।”

সূর্যাগ্রে বসতে চিত্তং চন্দ্রাগ্রে জীবিতং প্রিয়ে ।

এতদ্যুক্তং মহাদেবি গুরুবাক্যেন লভ্যতে ॥ ৩৯ ॥

অর্থ: “হে প্রিয়ে, সূর্যের অগ্রভাগে চিত্ত থাকে এবং চন্দ্রের অগ্রভাগে জীবন থাকে। হে মহাদেবী, এই কৌশল কেবল গুরুর উপদেশের মাধ্যমেই লাভ করা যায়।”

দেব্যোবাচ -

কস্মিনস্থানে বসেচ্ছক্তিঃ কস্মিনস্থানে বসেচ্ছিবঃ ।

কস্মিনস্থানে বসেংকালো জরা কেন প্রজায়তে ॥ ৪০ ॥

অর্থ: দেবী বললেন, “শক্তি কোথায় থাকে? শিব কোথায় থাকেন? কাল (সময়) কোথায় থাকে? আর জরা (বার্ধক্য) কেন উৎপন্ন হয়?”

শিবোবাচ -

পাতালে বসতে শক্তি ব্রহ্মাণ্ডে বসতে শিবঃ ।

অন্তরিক্ষে বসেংকালো জরা তেন প্রজায়তে ॥ ৪১ ॥

অর্থ: শিব বললেন, “পাতালে শক্তি থাকে, ব্রহ্মাণ্ডে শিব থাকেন। অন্তরিক্ষে কাল থাকে, এবং সেই কালের প্রভাবে জরা উৎপন্ন হয়।”

দেবুবাচ -

আহারং কাঙ্ক্ষতে কোহসৌ ভুঞ্জতে পিবতে কথম্ ।

জাগ্রৎস্বপ্নসুশুপ্তৌ চ কো বাহসৌ প্রতিবুধ্যতি ॥ ৪২ ॥

অর্থ: দেবী বললেন, “কে আহারের আকাঙ্ক্ষা করে? কে ভোজন ও পান করে? জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুশুপ্তি—এই তিন অবস্থায় কে জাগ্রত থাকে?”

শিবোবাচ -

আহারং কাঙ্ক্ষতে প্রাণো ভুঞ্জতেহপি হতাশনঃ ।

জাগ্রৎস্বপ্নসুশুপ্তৌ চ বায়ুশ্চ প্রতিবুধ্যতি ॥ ৪৩ ॥

অর্থ: শিব বললেন, “প্রাণ আহারের আকাঙ্ক্ষা করে, কিন্তু জঠরাগ্নি (হতাশন) তা ভোজন করে। জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুশুপ্তির সময়েও বায়ু জাগ্রত থাকে।”

দেবুবাচ -

কো বা কৰোতি কৰ্মাণি কো বা লিপ্যেত পাতকৈঃ ।

কো বা কৰোতি পাপানি কো বা পাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৪৪ ॥

অর্থ: দেবী বললেন, “কে কর্ম করে? কে পাপের দ্বারা লিপ্ত হয়? কে পাপ করে? আর কে পাপ থেকে মুক্ত হয়?”

শিবোবাচ -

মনঃ কৰোতি পাপানি মনো লিপ্যেত পাতকৈঃ ।

মনশ্চ তন্মনা ভূষ্য ন পুণ্যৈর্ন চ পাতকৈঃ ॥ ৪৫ ॥

অর্থ: শিব বললেন, “মনই পাপ করে এবং মনই পাপের দ্বারা লিপ্ত হয়। যখন মন তন্ময় হয়ে যায়, তখন তা পুণ্য বা পাপ কোনোটির দ্বারাই লিপ্ত হয় না।”

দেবুবাচ -

জীবঃ কেন প্রকারেণ শিবো ভবতি কস্য চ ।

কার্যস্য কারণং ব্রহ্মি কথং কিঞ্চ প্রসাদনম্ ॥ ৪৬ ॥

অর্থঃ দেবী বললেন, “জীব কীভাবে শিব হয়ে যায়? তার কার্য ও কারণ কী? আর কীভাবে প্রসন্নতা লাভ হয়?”

শিবোবাচ -

ব্রাহ্মিবন্ধো ভবেজ্জীবো ব্রাহ্মিমুক্তঃ সদাশিবঃ ।

কার্যং হি কারণং স্বপ্ন পুনর্বোধো বিশিষ্যতে ॥ ৪৭ ॥

অর্থঃ শিব বললেন, “ব্রাহ্মির কারণে জীব বদ্ধ থাকে, আর সেই ভ্রম থেকে মুক্ত হলেই সে সদাশিব হয়ে যায়। কার্যই কারণ, এবং তোমার পুনর্জাগরণই (পুনর্বোধ) হলো বিশেষ অবস্থা।”

মনোহন্যত্র শিবোহন্যত্র শক্তিরন্যত্র মারুতঃ । ॥ ৪৮ ॥

ইদং তীর্থমিদং তীর্থং ভ্রমন্তি তামসো জনাঃ ॥ ৪৮ ॥ / ।

আত্মতীর্থং ন জানাতি কথং মোক্ষো বরাননে ॥ ৪৯ ॥

অর্থঃ (শ্লোকগুলো একত্রিত করে অর্থ করা হলো) “মন এক স্থানে, শিব অন্য স্থানে, শক্তি অন্য স্থানে, এবং বায়ু আরেক স্থানে—এই কথা যারা বলে, তারা অস্ত। ‘এই তীর্থ, এই তীর্থ’ বলে মূর্থ লোকেরা ঘুরে বেড়ায়। হে সুন্দরী, তারা আত্ম-তীর্থকে জানে না, তাহলে কীভাবে তাদের মোক্ষ লাভ হবে?”

ন বেদং বেদমিত্যাহর্বেদো ব্রহ্ম সনাতনম্ ।

ব্রহ্মবিদ্যারতো যন্তু স বিপ্রো বেদপারগঃ ॥ ৫০ ॥

অর্থঃ “বেদকে কেবল বেদ বললেই হয় না, বেদ হলো সনাতন ব্রহ্ম। যে ব্যক্তি ব্রহ্মবিদ্যায় রত, তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ এবং বেদ পারদর্শী।”

মথিস্থা চতুরো বেদান্সর্বশাস্ত্রাণি চৈব হি ।

সারং তু যোগিভিঃ পীতং তত্রং পিবন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ৫১ ॥

অর্থঃ “চার বেদ ও সকল শাস্ত্র মন্বন করে যোগীরা তার সারটুকু (জ্ঞান) পান করেছেন। আর পণ্ডিতরা শুধু তার অবশিষ্ট তত্র (ঘোল) পান করে।”

উচ্ছীষ্টং সর্বশাস্ত্রাণি সর্বা বিদ্যা মুখে মুখে ।

নোচ্ছীষ্টং ব্রহ্মণো জ্ঞানমব্যক্তং চেতনাময়ম্ ॥ ৫২ ॥

অর্থঃ “সকল শাস্ত্র ও বিদ্যা মুখে মুখে উচ্চারিত হওয়ায় তা উচ্ছীষ্ট (এঁটো) হয়ে গেছে। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান উচ্ছীষ্ট নয়, কারণ তা অব্যক্ত ও চেতনাস্বরূপ।”

ন তপস্তুপ ইত্যাহ ব্রহ্মচর্যং তপোত্তমম্ ।

উর্ধ্বরেতা ভবেদ্যন্তু স দেবো ন তু মানুষঃ ॥ ৫৩ ॥

অর্থঃ “তপস্যাকে কেবল তপস্যা বলা যায় না; ব্রহ্মচর্যই হলো শ্রেষ্ঠ তপস্যা। যে ব্যক্তি উর্ধ্বরেতা হয় (অর্থাৎ যার বীর্ষ উর্ধ্বমুখী), সে মানুষ নয়, সে দেবতা।”

ন ধ্যানং ধ্যানমিত্যাহর্ধ্যানং শূন্যগতং মনঃ ।

তস্য ধ্যানপ্রসাদেন সৌখ্যং মোক্ষং ন সংশয়ঃ ॥ ৫৪ ॥

অর্থ: “ধ্যানকে কেবল ধ্যান বলা যায় না; যখন মন শূন্যে বিলীন হয়ে যায়, সেটাই ধ্যান। সেই ধ্যানের প্রসাদে নিঃসন্দেহে সুখ ও মোক্ষ লাভ হয়।”

ন হোমং হোমমিত্যাহ সমাধৌ তত্তু ভূয়তে ।

ব্রহ্মাগ্নৌ হুয়তে প্রাণং হোমকর্ম তদুচ্যতে ॥ ৫৫ ॥

অর্থ: “হোমকে কেবল হোম বলা যায় না। যখন সমাধি হয়, তখন তা পূর্ণ হয়। ব্রহ্মরূপী অগ্নিতে প্রাণের আহুতি দেওয়াই হলো প্রকৃত হোমকর্ম।”

পাপকর্ম ভবেদ্রব্যং পুণ্যং চৈব প্রবর্ততে ।

তস্মাৎসর্বপ্রয়জ্ঞেন তদ্রূপং চ ত্যজেদ্বিধুঃ ॥ ৫৬ ॥

অর্থ: “পাপকর্ম থেকেও ভালো কিছু হতে পারে, আবার পুণ্যকর্মও খারাপ ফল দিতে পারে। তাই বুদ্ধিমান ব্যক্তির উচিত সবকিছুকে ত্যাগ করা।”

যাবদ্বর্ণং কুলং সর্বং তাবজ্ঞানং ন জায়তে ।

ব্রহ্মজ্ঞানপদং জ্ঞানস্বা সর্ববর্ণবিবর্তিতঃ ॥ ৫৭ ॥

অর্থ: “যতক্ষণ পর্যন্ত বর্ণ ও কুলের ভাবনা থাকে, ততক্ষণ জ্ঞান লাভ হয় না। ব্রহ্মজ্ঞানের পথ জানলে সব বর্ণ থেকে মুক্ত হওয়া যায়।”

দেবুবাচ -

যত্নয়া কথিতং জ্ঞানং নাহং জানামি শঙ্কর ।

নিশ্চয়ং ব্রহ্মি দেবেশ মনো যত্র বিলীয়তে ॥ ৫৮ ॥

অর্থ: দেবী বললেন, “হে শঙ্কর, আপনি যে জ্ঞান বলেছেন, তা আমি বুঝতে পারিনি। হে দেবেশ, নিশ্চিত করে বলুন, মন কোথায় বিলীন হয়?”

শিবোবাচ -

মনো বাক্যং তথা কর্ম ত্রিতয়ং যত্র লীয়তে ।

বিনা স্বপ্নং যথা নিদ্রা ব্রহ্মজ্ঞানং তদুচ্যতে ॥ ৫৯ ॥

অর্থ: শিব বললেন, “মন, বাক্য এবং কর্ম—এই তিনটি যেখানে লীন হয়ে যায়, এবং যেমন স্বপ্ন ছাড়া গভীর নিদ্রা আসে, তাই হলো ব্রহ্মজ্ঞান।”

একাকী নিস্পৃহঃ শান্তচিন্ত্যাবিবর্তিতঃ ।

বালভাবস্তথা ভাবো ব্রহ্মজ্ঞানং তদুচ্যতে ॥ ৬০ ॥

অর্থ: “একাকী, স্পৃহাহীন, শান্ত এবং চিন্তাহীন অবস্থায় থাকার নামই ব্রহ্মজ্ঞান। শিশুর মতো সরল অবস্থা লাভ করাও ব্রহ্মজ্ঞান।”

শ্লোকার্থং তু প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং তদ্বদর্শিভিঃ ।

সর্বচিন্তাপরিত্যাগো নিশ্চিন্তো যোগ উচ্যতে ॥ ৬১ ॥

অর্থ: “তত্ত্বদর্শীগণ যা বলেছেন, তার অর্ধেক শ্লোক আমি তোমাকে বলছি: সকল চিন্তা ত্যাগ করে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকার নামই যোগ।”

নিমিষং নিমিষাৰ্দ্ধং বা সমাধিমধিগচ্ছতি ।

শতজন্মার্জিতং পাপং তৎক্ষণাৎদেবি নশ্যতি ॥ ৬২ ॥

অর্থ: “যদি কেউ এক মুহূর্ত বা তারও কম সময়ের জন্য সমাধিতে প্রবেশ করে, তবে হে দেবী, শত জন্মের অর্জিত পাপ তৎক্ষণাৎ ধ্বংস হয়ে যায়।”

দেবুবাচ -

কস্য নাম ভবেচ্ছক্তিঃ কস্য নাম ভবেচ্ছিবঃ ।

এতন্মে ব্রুহি ভো দেব পশ্চাৎজ্ঞানং প্রকাশয় ॥ ৬৩ ॥

অর্থ: দেবী বললেন, “শক্তি কার নাম? শিবই বা কার নাম? হে দেব, এই জ্ঞান আমাকে প্রকাশ করে বলুন।”

শিবোবাচ -

চলচ্চিতে বসেচ্ছক্তিঃ স্থিরচিতে বসেচ্ছিবঃ ।

স্থিরচিত্তো ভবেদেবি স দেহস্বেহপি সিধ্যতি ॥ ৬৪ ॥

অর্থ: শিব বললেন, “চঞ্চল চিত্তে শক্তি থাকে, আর স্থির চিত্তে শিব থাকেন। হে দেবী, যে ব্যক্তি স্থিরচিত্ত হয়, সে দেহধারী হয়েও সিদ্ধি লাভ করে।”

দেবুবাচ -

কস্মিনস্থানে ত্রিধা শক্তিঃ ষট্চক্রং চ তথৈব চ ।

একবিংশতিব্রহ্মাণ্ডং সপ্তপাতালমেব চ ॥ ৬৫ ॥

অর্থ: দেবী বললেন, “তিন প্রকার শক্তি, ছয়টি চক্র, একুশটি ব্রহ্মাণ্ড, এবং সাতটি পাতাল—এগুলো কোথায় থাকে?”

শিবোবাচ -

উর্ধ্বশক্তির্ভবেৎকণ্ঠঃ অধশক্তির্ভবেৎগুদঃ ।

মধ্যশক্তির্ভবেন্নাভিঃ শত্যতীতং নিরঞ্জনম্ ॥ ৬৬ ॥

অর্থ: শিব বললেন, “উর্ধ্বশক্তি কণ্ঠে থাকে, অধঃশক্তি গুহ্যস্থানে থাকে, মধ্যশক্তি নাভিতে থাকে, আর যিনি এই শক্তির অতীত, তিনি হলেন নিরঞ্জন।”

আধারং গুহ্যচক্রং তু স্বাধিষ্ঠানং চ লিপ্সকম্ ।

চক্রভেদং ময়াখ্যাতং চক্রাতীতং নমো নমঃ ॥ ৬৭ ॥

অর্থ: “গুহ্যস্থানে মূলাধার চক্র, লিপ্সে স্বাধিষ্ঠান চক্র—এই চক্রগুলোর কথা আমি বললাম। যিনি চক্রের অতীত, তাঁকে নমস্কার।”

কাযোর্ধ্বং চ ব্রহ্মলোকঃ স্বাধঃ পাতালমেব চ ।

উর্ধ্বমূলমধঃশাগ্রং বৃক্ষাকারং কলেবরম্ ॥ ৬৮ ॥

অর্থ: “দেহের উপরের অংশ হলো ব্রহ্মলোক, আর নিচের অংশ হলো পাতাল। এই দেহ একটি বৃক্ষের মতো, যার মূল উপরে এবং শাখা-প্রশাখা নিচে।”

দেবুবাচ -

শিব শঙ্কর ঈশান ক্রুহি মে পরমেশ্বর ।

দশবায়ুঃ কথং দেব দশদ্বারাণি চৈব হি ॥ ৬৯ ॥

অর্থ: দেবী বললেন, “হে শিব, শঙ্কর, ঈশান, হে পরমেশ্বর! দশ বায়ু ও দশটি দ্বার সম্পর্কে আমাকে বলুন।”

শিবোবাচ -

হৃদি প্রাণঃ স্থিতো বায়ুরপানো গুদসংস্থিতঃ ।

সমানো নাভিদেশে তু উদানঃ কণ্ঠমাপ্রিতঃ ॥ ৭০ ॥

অর্থ: শিব বললেন, “প্রাণ বায়ু হৃদয়ে থাকে, অপান বায়ু গুহ্যস্থানে থাকে, সমান বায়ু নাভিতে থাকে, এবং উদান বায়ু কণ্ঠে থাকে।”

ব্যানঃ সর্বগতো দেহে সর্বগাত্রেসু সংস্থিতঃ ।

নাগ উর্ধ্বগতো বায়ুঃ কূর্মোস্থীনি সংস্থিতঃ ॥ ৭১ ॥

অর্থ: “ব্যান বায়ু দেহের সর্বত্র, সমস্ত অঙ্গে থাকে। নাগ বায়ু উর্ধ্বমুখী হয়, আর কূর্ম বায়ু অস্থিতে থাকে।”

রুকরঃ ক্ষোভিতে চৈব দেবদত্তোহপি জৃম্ভণে ।

ধনঞ্জয়ো নাদঘোষে শাম্যতি চৈব সন্মতিঃ ॥ ৭২ ॥

অর্থ: “রুকর বায়ু হাঁচি-কাশিতে, দেবদত্ত বায়ু হাই তোলাতে, এবং ধনঞ্জয় বায়ু শব্দ উচ্চারণে (ধ্বনিত্যে) থাকে এবং তার মাধ্যমেই তা শান্ত হয়।”

এষ বায়ুর্নিরালম্বো যোগিনাং যোগসম্মতঃ ।

নবদ্বারং চ প্রত্যক্ষং দশমং মন উচ্যতে ॥ ৭৩ ॥

অর্থ: “এই দশ বায়ু হলো যোগীদের জন্য অবলম্বনহীন যোগের পথ। দেহের নয়টি দ্বার প্রত্যক্ষ করা যায়, আর দশম দ্বারটি হলো মন।”

দেবুবাচ -

নাভীভেদং চ মে ক্রুহি সর্বগাত্রেসু সংস্থিতম্ ।

শক্তিঃ কুণ্ডলিনী চৈব প্রসূতা দশনাডিকা ॥ ৭৪ ॥

অর্থ: দেবী বললেন, “শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে যে নাভীগুলো থাকে, সে সম্পর্কে আমাকে বলুন। শক্তি কুণ্ডলিনী দশটি নাভী উৎপন্ন করে, সে সম্পর্কেও বলুন।”

শিবোবাচ -

ঈড়া চ পিঙ্গলা চৈব সুসুম্না চোৰ্ধ্বগামিনী ।

গান্ধারী হস্তিজিহ্বা চ প্রসবা গমনায়তা ॥ ৭৫ ॥

অর্থ: শিব বললেন, “ইড়া, পিঙ্গলা, এবং উর্ধ্বগামী সুসুম্না নাড়ী। এছাড়াও গান্ধারী ও হস্তিজিহ্বা নাড়ী আছে, যা গমন কার্য করে।”

অলম্বুষায়শা চৈব দক্ষিণাঙ্গে চ সংস্থিতাঃ ।

কুলশ্চ শঙ্খিনী চৈব বামাঙ্গে চ ব্যবস্থিতাঃ ॥ ৭৬ ॥

অর্থ: “অলম্বুষা ও যশা নাড়ী দেহের ডান পাশে থাকে। কুহু ও শঙ্খিনী নাড়ী দেহের বাম পাশে থাকে।”

এতাসু দশনাড়ীষু নানানাড়ীপ্রসূতিকা ।

দ্বিসপ্ততিসহস্রাণি শরীরে নাডিকাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৭৭ ॥

অর্থ: “এই দশটি নাড়ীর মধ্য থেকে আরও অসংখ্য নাড়ী উৎপন্ন হয়। শরীরে বাহ্যতর হাজার নাড়ী রয়েছে বলে মনে করা হয়।”

এতা যো বিন্দতে দেবী স যোগী যোগলক্ষণঃ ।

জ্ঞাননাড়ী ভবেদেবী যোগিনাং সিদ্ধিদায়িনী ॥ ৭৮ ॥

অর্থ: “হে দেবী, যে এই নাড়ীগুলোকে জানতে পারে, সে-ই যোগী এবং তার মধ্যে যোগের লক্ষণ প্রকাশিত হয়। এই জ্ঞাননাড়ীই হলো যোগীদের সিদ্ধিদায়িনী।”

দেবুবাচ -

ভূতনাথ মহাদেব ক্রুহি মে পরমেশ্বর ।

ত্রয়ো দেবাঃ কথং দেব ত্রয়ো ভাবান্ত্রয়ো গুণাঃ ॥ ৭৯ ॥

অর্থ: দেবী বললেন, “হে ভূতনাথ, মহাদেব, পরমেশ্বর! আমাকে বলুন, কীভাবে তিনজন দেবতা, তিনটি ভাব এবং তিনটি গুণ উৎপন্ন হয়?”

শিবোবাচ -

রজোভাবস্থিতো ব্রহ্মা সত্ত্বভাবস্থিতো হরিঃ ।

ক্রোধভাবস্থিতো রুদ্রস্ত্রয়ো দেবান্ত্রয়ো গুণাঃ ॥ ৮০ ॥

অর্থ: শিব বললেন, “রজোগুণে ব্রহ্মা অবস্থান করেন, সত্ত্বগুণে হরি অবস্থান করেন, এবং ক্রোধভাবে (তমোগুণে) রুদ্র অবস্থান করেন। এভাবেই তিনজন দেবতা তিনটি গুণ নিয়ে থাকেন।”

একমূর্তিস্ত্রয়ো দেবা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরঃ ।

নানাভাবং মনো यस্য তস্য মুক্তির্ন জায়তে ॥ ৮১ ॥

অর্থ: “ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর—এই তিনজন দেবতা এক মূর্তি ধারণ করেন। কিন্তু যার মন নানাবিধ ভাবে বিভক্ত, তার মুক্তি লাভ হয় না।”

বীৰ্যরূপী ভবেদ্রক্ষা বায়ুরূপঃ স্থিতো হরিঃ ।

মনোরূপঃ স্থিতো রুদ্রস্ত্রয়ো দেবাস্ত্রয়ো গুণাঃ ॥ ৮২ ॥

অর্থ: “ব্রহ্মা বীৰ্যস্বরূপ, হরি বায়ুরূপী এবং রুদ্র মনোরূপী। এভাবেই তিনজন দেবতা তিনটি গুণ ধারণ করেন।”

দয়াভাবস্থিতো ব্রহ্মা শুদ্ধভাবস্থিতো হরিঃ ।

অগ্নিভাবস্থিতো রুদ্রস্ত্রয়ো দেবাস্ত্রয়ো গুণাঃ ॥ ৮৩ ॥

অর্থ: “ব্রহ্মা দয়াভাবে থাকেন, হরি শুদ্ধভাবে থাকেন, এবং রুদ্র অগ্নিভাবে থাকেন। এভাবেই তিনজন দেবতা তিনটি গুণ ধারণ করেন।”

একং ভূতং পরং ব্রহ্ম জগৎসৰ্বং চরাচরম্ ।

নানাভাবং মনো यस্য তস্য মুক্তিৰ্ন জায়তে ॥ ৮৪ ॥

অর্থ: “একই পরব্রহ্ম সমস্ত চরাচর জগতের মধ্যে বিদ্যমান। কিন্তু যার মন নানাভাবে বিভক্ত, তার মুক্তি লাভ হয় না।”

অহং সৃষ্টিরহং কালোহপ্যহং ব্রহ্মাহপ্যহং হরিঃ ।

অহং রুদ্রোহপ্যহং শূন্যমহং ব্যাপী নিরঞ্জনম্ ॥ ৮৫ ॥

অর্থ: “আমিই সৃষ্টি, আমিই কাল। আমিই ব্রহ্মা, আমিই হরি। আমিই রুদ্র, আমিই শূন্য, আমিই সর্বব্যাপী ও নিরঞ্জন।”

অহং সৰ্বান্নাকো দেবি নিষ্কামো গগনোপমাঃ ।

স্বভাবো নির্মলং শান্তং স এবাহং ন সংশয়ঃ ॥ ৮৬ ॥

অর্থ: “হে দেবী, আমিই সর্বান্না, নিষ্কাম এবং আকাশের মতো। আমার স্বভাব নির্মল ও শান্ত, এবং আমিই সেই ব্রহ্ম—এতে কোনো সন্দেহ নেই।”

জিতেন্দ্রিয়ো ভবেৎ সুরো ব্রহ্মচারী সুপণ্ডিতঃ ।

সত্যবাদী ভবেদ্বক্তো দাতা ধীরো হিতেরতঃ ॥ ৮৭ ॥

অর্থ: “যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয়, সে-ই বীর। যে ব্রহ্মচারী, সে-ই প্রকৃত পণ্ডিত। যে সত্যবাদী, সে-ই ভক্ত। আর যে দাতা ও ধীর, সে-ই অপরের হিতকারী।”

ব্রহ্মচর্য্যং তপোমূলং ধর্মমূলা দয়া স্মৃতা ।

তস্মাৎসর্বপ্রযজ্ঞেন দয়াধর্মঃ সমাপ্রযোঃ ॥ ৮৮ ॥

অর্থ: “ব্রহ্মচর্য হলো তপস্যার মূল, আর দয়া হলো ধর্মের মূল। তাই সর্বপ্রযজ্ঞে দয়া ও ধর্মের আশ্রয় নেওয়া উচিত।”

দেবুবাচ -

যোগেশ্বর জগন্নাথ উমায়াঃ প্রাণবল্লভ ।

বেদসঙ্ক্যা তপো ধ্যানং হোমকর্ম কুলং কথম্ ॥ ৮৯ ॥

অর্থ: দেবী বললেন, “হে যোগেশ্বর, জগন্নাথ, উমার প্রাণবল্লভ! বেদ, সঙ্ক্যা, তপস্যা, ধ্যান, হোমকর্ম এবং কুল—এগুলো কী?”

শিবোবাচ -

অশ্বমেধসহস্রাণি বাজপেয়শতানি চ ।

ব্রহ্মজ্ঞানসমং পুণ্যং কলাং নার্বতি ষোডশীম্ ॥ ৯০ ॥

অর্থ: শিব বললেন, “হাজার হাজার অশ্বমেধ যজ্ঞ ও শত শত বাজপেয় যজ্ঞের পুণ্য একত্রিত করলেও তা ব্রহ্মজ্ঞানের পুণ্যের ষোলো ভাগের এক ভাগের সমানও হয় না।”

সর্বদা সর্বতীর্থেষু যৎফলং লভতে শুচিঃ ।

ব্রহ্মজ্ঞানসমং পুণ্যং কলাং নার্বতি ষোডশীম্ ॥ ৯১ ॥

অর্থ: “যে ফল সর্বদা সব তীর্থে স্নান করে শুদ্ধ ব্যক্তি লাভ করে, সেই পুণ্য ব্রহ্মজ্ঞানের পুণ্যের ষোলো ভাগের এক ভাগও নয়।”

ন মিত্রং ন চ পুত্রাশ্চ ন পিতা ন চ বান্ধবাঃ ।

ন স্বামী চ গুরোস্তুল্যং যদৃষ্টং পরমং পদম্ ॥ ৯২ ॥

অর্থ: “মিত্র, পুত্র, পিতা, বান্ধব বা স্বামী—কেউই গুরুর সমান নয়, যিনি পরম পদ দেখিয়েছেন।”

ন চ বিদ্যাগুরোস্তুল্যং না তীর্থং ন চ দেবতাঃ ।

গুরোস্তুল্যং ন বৈ কোহপি যদৃষ্টং পরমং পদম্ ॥ ৯৩ ॥

অর্থ: “বিদ্যাগুরুর সমান কোনো তীর্থ নেই, দেবতা নেই, কেউ নেই। কারণ তিনি পরম পদ দেখিয়েছেন।”

একমপ্যক্ষরং যন্তু গুরুঃ শিষ্যে নিবেদয়েৎ ।

পৃথিব্যাং নাস্তি তদ্রব্যং যদ্বা চানুগী ভবেৎ ॥ ৯৪ ॥

অর্থ: “যদি কোনো গুরু শিষ্যকে একটি অক্ষরও শেখান, তবে পৃথিবীতে এমন কোনো বস্তু নেই যা দিয়ে শিষ্য গুরুঋণ থেকে মুক্ত হতে পারে।”

যস্য কস্য ন দাতব্যং ব্রহ্মজ্ঞানং সুগোপিতম্ ।

যস্য কস্যাপি ভক্তস্য সঙ্গুরুস্তস্য দীযতে ॥ ৯৫ ॥

অর্থ: “ব্রহ্মজ্ঞান খুব গোপন, তাই যাকে তাকে এটি দেওয়া উচিত নয়। যে ব্যক্তি প্রকৃত ভক্ত, তাকেই সঙ্গুরু এই জ্ঞান দেন।”

মন্ত্রং পূজাং তপো ধ্যানং হোমং জপ্যং বলিক্রিয়াম্ ।

সংন্যাসং সর্বকর্মাণি লৌকিকানি ত্যজেদ্বিধুঃ ॥ ৯৬ ॥

অর্থ: “মন্ত্র, পূজা, তপস্যা, ধ্যান, হোম, জপ, বলিদান, সন্ন্যাস এবং অন্যান্য লৌকিক কর্ম—একজন জ্ঞানী ব্যক্তির এসব ত্যাগ করা উচিত।”

সংসর্গাদ্বহবো দোষা নিঃসঙ্গাদ্বহবো গুণাঃ ।

তস্মাৎসর্বপ্রযজ্ঞেন যতিঃ সঙ্গং পরিত্যজেৎ ॥ ৯৭ ॥

অর্থ: “সংশয়ে অনেক দোষ হয়, আর নিঃসঙ্গতায় অনেক গুণ হয়। তাই একজন যোগীর সর্বপ্রযজ্ঞে সঙ্গ ত্যাগ করা উচিত।”

অকারঃ সান্বিকো জ্ঞেয় উকারো রাজসঃ স্মৃতঃ ।

মকারস্ত্যামসঃ প্রোক্তস্তিভিঃ প্রকৃতিরূচ্যতে ॥ ৯৮ ॥

অর্থ: “অকারকে সম্ব্যগুণ, উকারকে রজোগুণ এবং মকারকে তমোগুণ বলে মনে করা হয়। এই তিনটি মিলেই প্রকৃতি তৈরি হয়।”

অক্ষরা প্রকৃতিঃ প্রোক্তা অক্ষরঃ স্বয়মীশ্বরঃ ।

ঈশ্বরান্নির্গতা সা হি প্রকৃতিগুণবন্ধনা ॥ ৯৯ ॥

অর্থ: “প্রকৃতি হলো অক্ষর, আর ঈশ্বর নিজেই অক্ষর। প্রকৃতি ঈশ্বর থেকে উৎপন্ন হয়েছে এবং গুণের বন্ধনে আবদ্ধ।”

সা মায়া পালিনী শক্তিঃ সৃষ্টিসংহারকারিণী ।

অবিদ্যা মোহিনী যা সা শব্দরূপা যশস্বিনী ॥ ১০০ ॥

অর্থ: “তিনিই মায়া, পালনী শক্তি, যিনি সৃষ্টি ও সংহার করেন। তিনি অবিদ্যা এবং মোহিনী, যিনি শব্দরূপে যশস্বিনী হন।”

অকারশ্চৈব ঋগ্বেদ উকারো যজুর্ন্যচ্যতে ।

মকারঃ সামবেদস্তু ত্রিশু যুক্তোহপ্যথর্বণঃ ॥ ১০১ ॥

অর্থ: “অকার হলো ঋগ্বেদ, উকার যজুর্বেদ, এবং মকার সামবেদ। এই তিনটি বেদের সাথে যুক্ত হয়ে অথর্ববেদ পূর্ণতা পায়।”

ওঙ্কারস্তু ক্লতো জ্যেষ্ঠ্যস্তিনাদ ইতি সপ্তিশ্রুতঃ ।

অকারস্বথ ভূর্লোক উকারো ভুব উচ্যতে ॥ ১০২ ॥

অর্থ: “ওঙ্কারকে ক্লতস্বর বলে মনে করা হয়, যা তিনটি ধ্বনির সমাহার। অকার হলো ভূর্লোক (পৃথিবী), আর উকার হলো ভুবর্লোক।”

সব্যঞ্জনো মকারস্তু স্বর্লোকস্তু বিধীয়তে ।

অক্ষরৈস্তিভিরেতৈশ্চ ভবেদাত্মা ব্যবস্থিতঃ ॥ ১০৩ ॥

অর্থ: “ব্যঞ্জনযুক্ত মকার হলো স্বর্লোক। এই তিনটি অক্ষর দিয়েই আত্মা গঠিত হয়।”

অকারঃ পৃথিবী জ্যেষ্ঠা পীতবর্ণেন সংযুতঃ ।

অন্তরীক্ষং উকারস্তু বিদ্যুদ্বর্ণ ইহোচ্যতে ॥ ১০৪ ॥

অর্থ: “অকারকে পৃথিবী বলে মনে করা হয়, যার বর্ণ হলুদ। উকারকে অন্তরীক্ষ বলা হয়, যার বর্ণ বিদ্যুতের মতো।”

মকারঃ স্বরিত্তি জ্যেষ্ঠঃ শূক্ৰবর্ণেন সংযুতঃ ।

ধ্রুবমেকাঙ্করং ব্রহ্ম ওঁ ইত্যেবং ব্যবস্থিতম্ ॥ ১০৫ ॥

অর্থ: “মকারকে স্বর বলা হয়, যার বর্ণ সাদা। এই এক অক্ষর ব্রহ্মই ধ্রুব এবং ওঁ-কার রূপেই বিদ্যমান।”

দেব্যাচ -

স্থূলস্য লক্ষণং ক্রহি কথং মনো বিলীয়তে ।

পরমার্থং চ নির্বাণং স্থূলসূক্ষ্মস্য লক্ষণম্ ॥ ১০৬ ॥

অর্থ: দেবী বললেন, “স্থূলের লক্ষণ কী? মন কীভাবে বিলীন হয়? পরমার্থ এবং নির্বাণ কী? স্থূল ও সূক্ষ্মের লক্ষণই বা কী?”

শিবোবাচ -

যেন জ্ঞানেন হে দেবি বিদ্যতে ন চ কিঞ্চিষম্ ।

পৃথিব্যাপস্তুথা তেজো বায়ুরাকাশমেব চ । ॥ ১০৭ ॥

স্থূলরূপী স্থিতোহয়ং চ সূক্ষ্মং চ অন্যথা স্থিতিঃ ॥ ১০৮ ॥

অর্থ: শিব বললেন, “হে দেবী, যে জ্ঞানের দ্বারা কোনো পাপ থাকে না, সেই জ্ঞান হলো স্থূল ও সূক্ষ্মের জ্ঞান। পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ—এই সবকিছু স্থূল রূপে বিদ্যমান, আর এর অন্যথা (এর ভেতরে) যা থাকে, তা-ই সূক্ষ্ম।”

(স্থিরাসনো ভবেন্নিত্যং চিন্তানিদ্রাবিবর্জিতঃ ।

আশু স জায়তে যোগী নান্যথা শিবভাষিতম্ ॥ ১০৯ ॥

অর্থ: যিনি সর্বদা স্থির আসনে বসে থাকেন এবং চিন্তা ও নিদ্রা থেকে মুক্ত, তিনি দ্রুত যোগী হয়ে ওঠেন। শিব বলেছেন যে এর কোনো বিকল্প নেই।

য ইদং পঠতে নিত্যং শৃণোতি চ দিনে দিনে ।

সর্বপাপবিশুদ্ধাত্মা শিবলোকং স গচ্ছতি ॥ ১১০ ॥

অর্থ: যিনি এই জ্ঞান প্রতিদিন পাঠ করেন বা শোনেন, তিনি সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে শুদ্ধ হন এবং শেষ পর্যন্ত শিবলোকে গমন করেন।

॥ ইতি যোগশাস্ত্রে হরগৌরীসংবাদে জ্ঞানসঙ্কলিনীতন্ত্রং সমাপ্তম্ ॥

অর্থ: এই হলো যোগশাস্ত্রের হর-গৌরী সংবাদে জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র সমাপ্ত হলো।